কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

অনিন্দিতা ভৌমিকের কবিতা

শ্রমণ, পিঙ্গলবর্ণ অক্ষর

১.

নীরবে অতিক্রান্ত হয় পথ; দৃষ্টি গভীর ও তীক্ষ্ণ। যেভাবে কোনও দূরবর্তী দেশ, দূরবর্তী সময় এবং সায়ংকালীন এই চন্দন, অগুরু, কস্তুরী আমাকে ক্রমশ বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়...

গৃহত্যাগ করলে কী হয় ভদ্র?
দীর্ঘ পিপ্পল বৃক্ষের নীচে পদচারণা করছে আমার পূর্ব-ইতিহাস। শব্দ শুনি পতনের
ধূসর রাত্রিতে দেখি লোহিত-কণায় খেলা করে স্তব্ধতা। দৃঢ় অন্ধকার
নির্বাসন তুমি বুঝতে পার না কিছুতেই ...
বুঝতে পার না যে এই নৈরাশ্য আমাকে ঘিরে রাখছে বিপন্নতায়
সমাধিক্ষেত্রগুলি তার অংশবিশেষ

অভিশপ্ত, নির্মোহ, ক্ষমাহীন
ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেলে তোমাকে দেখাব বিবর্ণ অঙ্গুরীয়

২.

সব ছদ্মবেশই প্রতারণার জন্যে নয়। তবুও, আমি ঋণী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে লিপ্ত সংগ্রামের কাছে
আমি ঋণী – দূরে, বহুদূরে – নগরীর উপান্তে দীপদন্ড আলোকিত পথে, বিস্ময় ও কামনার কাছে

এখানে কোনো মৃগয়ালব্ধ মাংস নেই। সন্ন্যাসীর মলিন বেশে আপনি গজিয়ে ওঠে নীবার ধান –
মাটির পাত্রে ভিজিয়ে রাখা কুসুম – নিষ্কলঙ্ক, প্রাচীন আলোর মতো স্পষ্ট
আদতে আমি চাই শাদা সতেজ দৃষ্টি এবং কিশোরীর অনুভূতি।
কিন্তু স্পর্শ জুড়ে কেবলই ছড়িয়ে পড়া সভ্যতার নুন। অনন্ত অতৃপ্তি

স্বেচ্ছালালিত এই মলিনতার নীচে আমি লালন করেছি রক্তপদ্মসন্নিভ গাত্রবর্ণ
যা রঙিন পাপবোধের মতো আকুলিত হয়। নিশীথ গন্ধে প্রবেশ করে দ্বারে
অর্থাৎ আদিম অসহায়তা
অর্থাৎ দৃঢ় স্থলিত অন্ধকার
অর্থাৎ অরণ্যের গায়ের গন্ধ
... যা শরীরময় কেবল অনুভব করা যায়

৩ .

এই নিশীথে, এই একাকী সন্ন্যাস আমি কোথায় রাখব?

একটা দীর্ঘ ছদ্মবেশ আমাকে টেনে আনছে বিভ্রমে। যেখানে অন্য এক দ্রোহ। যন্ত্রণা
অথচ তোমার শব্দহীন পাদুকা এমন অসাবধান যে নিজেকে অদৃশ্য করতে পারছ না কিছুতেই
ভুলে যেতে পারছ না সেই পর্ণ কুটির, মাটির পীঠিকা, ছুরির বাঁটে রাখা সতর্ক হাত
হাওয়ায় তোমার কণ্ঠস্বর
হাওয়ায় তোমার অন্তরাল

এই অন্ধকারে এই শূন্যতায়
আমি কাকে অশরীরী বলবো!

৪.
মনেরও ঋতু আছে ভদ্র ,
আছে চন্দন ক্ষুধা প্রেম ও ক্লান্তি
যেভাবে নিজ বাসভূমিতে দীর্ঘস্থায়ী ছিল সংগ্রাম
দৃপ্ত প্রগতি
তবুও শত শত পুর ধ্বংসের পর
তারা নিষ্প্রাণ, স্তব্ধতার মতো

বিমূর্ত আত্মা বা ঘোর তাম্রবর্ণ এক শরীর
প্রাচীন বটের মতো অনাবৃত, নির্জন
চেয়েছি তার শ্রান্তি   তার অরণ্য ,
আঙুল দিয়ে ঠোঁট দিয়ে নরম ওম শাশ্বত আলোক দিয়ে

দৃষ্টি চলে না, তবুও
তাকে প্রত্যক্ষ করি বাতমৃগীর ছন্দে
নিশীথ পুষ্পের মতো

পা দুটো নগ্ন
মানুষের রঙে ভিজে আছে

৫.
আজ শরীরের কথায় মনে পড়লো হলুদ গাত্রবর্ণ। কোমরে কৌপীন বস্ত্র, তাম্রাভ কেশ, খালি গা
আমাকে টেনে নিচ্ছে তার বৃক্ষের ছায়ায়। সর্বস্ব যা আমার। নতুন ভোরের দিক। অভিপ্রেত

শব্দ বহন করে ধ্বনি। অস্তিত্বের অনেক কাছাকাছি। সামগ্রিক। একটা দুটো পাখি তাকে বাস্তব করে তোলে প্রবৃত্তির নেশায়। দূর থেকে খসে পাতা – দৃশ্য আর দ্রষ্টার চেতনা একাকার হয়ে সঙ্গত দেয় একটু একটু। তারচেয়ে এখানে রাখা থাক সংগীত, শৃঙ্খলা, শালপত্র ও মৃগমাংস। রাখা থাক উত্থান, বর্ণমালা, দ্যুতি ও সংগ্রাম। নিকটবর্তী সরোবরে হাত-পা ধুয়ে আমি বরং শিখে নেব আরও ভালো করে বাঁচার গেরিলা-পদ্ধতি...

৬.

সামান্য ক্ষমার মতো আমি কী ভুলে যাব
এই ভোরের বাতাস?

বৃদ্ধ শিমূলের গোড়ায় ঢেকে আছে শোক
তোমার আরোগ্যহীন নীল রক্ত
নীল অন্ধকার
নিজেকে অসুখ ভেবে সরিয়ে রাখি বাহুল্যের আড়ালে
আদল খুঁজতে গিয়ে দেখি
অপরাহ্নের গায়ে বালির চড়াগভীর জীবাশ্ম ,
মৃত্যুশীল এই উপত্যকার বিস্তারে দেখি প্রশ্রয়

খুঁজে নাপাওয়া স্মৃতির মরিয়া মুখ-

৭.

মুক্তি চাই, একথা তো বলিনি ভদ্র...

কোন বিশেষ সংস্কার কি আমাদের পৃথক করে রাখবে ? নাকি যা শেষহীন, তার নির্যাসটুকু থেকে যায় জলরেখায়!

অদূরে এই সপ্তপর্ণী, এই নীপ, ওই বকুল, ধ্রুব আম্রফলের বৃক্ষগুলি সব কাছাকাছি
তবু কেমন অন্তহীন, একা
একা ওই কালপুরুষ, ধ্যানমগ্ন

এসো বসে থাকি
এই আরব্ধ জলে
কুণ্ঠাহীন বসে থাকি গাঢ় হলুদ অন্ধকারে
নিঃসঙ্গতা এখন আর একা নয়
যেন প্রচন্ড নীলিমায় ফুটে ওঠা কর্কটরেখা

যেন আরোগ্য   যেন রক্তের নিরাময়

না হয় ত্যাগ করো আমাকে!
প্রদোষকাল
মলিন রোদের গায়ে ত্যাগ করো সমস্ত রূপক
উৎসর্গের পাতায় রাখা   এক মুহূর্তের নীরবতা

অনিন্দিতা ভৌমিক (জন্ম ১৯৮৬) বড় হয়ে ওঠেন প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে স্নাতকোত্তর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা। জেলা বিচারবিভাগের অধীনে কর্মরত। প্রথম বই *প্রামাণ্য কিছু নেই* (কৌরব প্রকাশনী, ২০১৯)। আর কবিতাকে খুঁজতে থাকা বহুমাত্রিকতায়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ঘন অনুভূতির দ্রবণে জারিত হয়ে যে নির্যাস প্রবাহিত হয়, তাকে ছেঁকে নিয়েই গড়ে তোলার চেষ্টা নিজস্ব কবিতা-কাঠামো।